জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা- ১২১১,
ফোন-৫০১৩৭৯, ~~৫০২২৯৫~~ ৫০৫২৯২
ফ্যাক্স-৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ-১৯৯৩
১০,০০০ কপি

মুদ্রণে - ইন্টারকন এসোসিয়েটস, ঢাকা।

দু'টি কথা

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) (১৮৩৫–১৯০৮) ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ হওয়ার দাবী করেন। তিনি ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ ঐশী নির্দেশে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আজ এই জামা'ত পৃথিবীর ১৩০টি দেশে হাজার হাজার শাখায় বিস্তার লাভ করেছে। জন্মলগ্ন থেকে এই জামা'ত বহু বাঁধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে, শত সহস্র ফতওয়াকে উপেক্ষা করে ক্রমাগতভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী, সানাউল্লাহ অমৃতসরী, সাদ উল্লাহ লুধিয়ানবি, লেক্ষ রাম পেশোয়ারী, আলেকজাণ্ডার ডুই, আবদুল্লাহ আথম, হেনরী মাটিন ক্লার্ক, মেহ্‌র আলী শাহ্ গুলড়বী, আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারী সহ যারাই এই জামা'তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তারাই ব্যর্থতা নিয়ে বিদায় নিয়েছে এই ধরা ধাম থেকে। আজো এই ধারা প্রবহমান। এই পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী বিরুদ্ধবাদীদের পরিণতির কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

সাফ দিলকো কসরতে এজায কি হাজত নেহি
এক নিশাঁ কাফি হ্যায় গর দিলমে হো খৌফে কিরদিগার।

– আহমদ তৌফিক চৌধুরী

জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন হাইউল কাইউম অর্থাৎ জীবন্ত খোদা। সর্বদা তিনি তাঁর জীবন্ত, জাগ্রত অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে আসছেন নানাভাবে।

কুদরত সে আপনি জাতকা দেতা হ্যায় হক সবুত,
ইস বেনিশাঁকি চেহরানুমায়ী এহিতো হ্যায়।

আল্লাহ্তা'লা যুগে যুগে তাঁর প্রেরিত পুরুষদেরকে পাঠিয়েছেন বিশ্ব সংসারে পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে। আল্লাহ্তা'লার প্রতিনিধি হয়ে এ যাবৎ যত নবী রসূল এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন দরিদ্র, নির্যাতিত, সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ। খৃষ্টানরা সুলায়মানকে (আঃ) King Solomon বা রাজা সলোমন বলে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজা ছিলেন না। তাঁর পিতা দাউদ (আঃ) ছিলেন মেষের রাখাল। আল্লাহ্তা'লা তাঁর অপার অনুগ্রহে দাউদ (আঃ) -কে ধর্মরাজ্য অর্থাৎ খিলাফত প্রদান করেছিলেন। এই খিলাফতের অধিকারী হয়েছিলেন সুলায়মান (আঃ) পরবর্তী কালে। তিনি রাজার পুত্র রাজা নন। খলীফার পুত্র খলীফা, নবীর পুত্র নবী। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্য লাভ করেননি। তিনি আমানতরূপে শাসনভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যাক, বলছিলাম,-আল্লাহ্তা'লা যুগে যুগে অসহায় দুর্বল, সর্বহারাদের মধ্য থেকে তাঁর নবী নির্বাচন করে থাকেন। এর কারণ, কোন সবল, প্রতাপশালী ব্যক্তিকে নবী মনোনীত করলে এবং সেই নবী জয়যুক্ত হলে মানুষ ভাববে যে, এই বিজয় হয়েছে লৌকিক শক্তি বলে, বাহু বলে, অর্থ বলে। অপর দিকে নবী যিনি পেট ভরে খেতে পান না,

সমাজে যাঁর কোন পদমর্যাদা নেই, ধন নেই, জন নেই, সহায় সম্বলহীন, তিনি যখন ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিণামে জয়যুক্ত হন তখন মানুষ হাইউল কাইউম চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী খোদাকে চাক্ষুষ দেখতে পায়।

ঈসা (আঃ) ছিলেন পিতৃহীন, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত এক ব্যক্তি। তাঁর ভাষায়, –'পাখীরও বাসা আছে, শৃগালেরও গর্ত আছে, কিন্তু মনুষ্য পুত্রের মাথা রাখার কোন স্থান নেই।' কিন্তু আজ এই অসহায় দুর্বল ব্যক্তিটি পূজিত হচ্ছেন 'ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর' রূপে। দাউদের (আঃ) ভাষায় বলা যায় –"যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করেছে, তাই কোণের প্রধান প্রস্তর হয়ে উঠল।' যুগে যুগে – এই পরিত্যক্ত প্রস্তরগুলিই প্রধান প্রস্তরে পরিণত হয়। প্রত্যেক নবীর জীবন এর উজ্জ্বল বা জ্বলন্ত নিদর্শন। সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত, বিতারিত নবী আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের হাতের পোষকতায় শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে জগদ্বাসীর কাছে গৃহীত হন, বরিত হন মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে।

যারা ঐশী নির্দেশ ছাড়াই নবধর্মের গোড়াপত্তন করে তারা ধনবল জনবল থাকা সত্ত্বেও পরিণামে ব্যর্থ হয়। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শাহানশায়ে হিন্দুস্তাঁ জালালুদ্দীন আকবর। বাদশাহ আকবর ১৫৮১ সালে দীনে এলাহী নামে একটি 'উদার' ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফল কি হল তা ভাষ্যকারের কথায় শুনুন। "ধর্মের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মহামতি আকবর উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া নূতন এক ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার এই চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কেননা ধর্ম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রসূত; লৌকিক যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা উহার সমন্বয় সাধনকে প্রকৃত ধর্ম সমন্বয় আখ্যা দেওয়া চলে না (উদ্বোধনঃ আষাঢ়, ১৩৭৯)।

আমরা দেখলাম, কোন সম্রাটও যদি ধর্ম প্রবর্তন করেন তাহলে তিনিও ব্যর্থ হন, অকৃতকার্য হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অপর দিকে নবীদের বিরুদ্ধে সমসাময়িক শক্তিধর রাজারাও যদি দন্ডায়মান হয় তাহলে

পরিণামে নবীর জয় এবং রাজাদের পরাজয় হয়ে থাকে। গরীব কুম্ভকার পরিবারের সন্তান ইব্‌রাহীমের (আঃ) বিরুদ্ধে প্রতাপান্বিত সম্রাট নমরুদ দম্ভায়মান হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফেরাউন আইন করে মূসার (আঃ) জন্মকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। হুকুম দিয়েছিল বনী ইসরাঈলের ঘরে যেন কোন পুত্র সন্তান জন্ম না নিতে পারে। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে যার দ্বারা ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস হবে (The Talmud Selection 123,124)। কিন্তু ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিস শত চেষ্টা করেও 'ঐ ছেলের' জন্মকে ঠেকাতে পারল না। ছেলেটি নদীতে ভেসে ভেসে এসে উঠল রাজ বাড়ীতে। একদম রাণীর কোলে। ছেলের মাকে বেতন দিয়ে রাখা হল ধাত্রীরূপে। মা ছেলেকে ফিরে পেল, তৎসঙ্গে পেল বেতন ভাতা আর নিরাপদ আশ্রয়। একেই বলে–মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহু ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকেরীন। দুশমনরাও পরিকল্পনা করে আর আল্লাহ্‌তা'লাও পরিকল্পনা করেন। দাস বংশে জন্ম নিয়ে মূসা (আঃ) বিজয়ী হলেন আর পিরামিড সভ্যতার ধারক বাহক মহাপ্রতাপশালী মেরনাপতা ফেরাউন ডুবে মরল। আজ তার দেহটি খায়রুল মাকেরীনের নিদর্শন হয়ে যাদুঘরে রক্ষিত আছে। একেই বলে জ্বলন্ত নিদর্শন।

মহানবী বিশ্বনবী (সাঃ) –কে গ্রেফতার করে আনার জন্য সম্রাট খসরু পারভেজ তার গভর্ণরকে নির্দেশ দিল। পরওয়ানা পেয়ে মহানবী (সাঃ) বল্লেন, 'অপেক্ষা কর, কাল সকালে জবাব দেব।' পর দিন সকালে বিশ্বনবী (সাঃ) বল্লেন, 'আমার জীবন্ত খোদা আমাকে জানিয়েছেন তিনি তোমাদের খোদাকে তার পুত্র দ্বারা নিহত করেছেন।' খায়রুল মাকেরীন আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের কী জ্বলন্ত দেদীপ্যমান নিদর্শন!

আল্লাহ্‌র নিয়মে কোন পরিবর্তন হয় না। ওলা তাজিদুলি সুন্নাতিনা তাহবিলা। এই ধারা আজো প্রবহমান।

কাদিয়ান নিবাসী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করলেন। সমগ্র জগৎ চীৎকার দিয়ে এই

দাবীকে রুদ্ধ করতে চাইল। শুধু মোল্লা পুরোহিত আর পাদ্রী রব্বীরাই নয় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিকারীরাও তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দিতে উঠে পড়ে লাগল। আল্লাহ্ হাইউল কাইউম তাঁকে অভয় দিয়ে জানালেন,-

সব ও লোগ জো তেরি জিল্লত কি ফিকর মে লাগে হুয়ে হ্যায় আওর তেরে নাকাম রহনে কি দরপে আওর তেরে নাবুদ করনে কে খেয়াল মে হ্যায়, ও খোদ নাকাম রহেগে আওর নাকামী আওর না মুরাদিমে মরেগে, (তাযকিরা, ১৪১ পৃঃ)। জোশখ্স তেরি তরফ তীর চালায়েগা ম্যায় উসি তীরসে উসকা কাম তামাম করোঙ্গা (ঐ, ৫৪৭ পৃঃ)। অর্থাৎ - যারা ইমাম মাহদী মসীহে মাওউদ আহমদ (আঃ)-কে অপমান অপদস্ত করতে চাইবে তারা ব্যর্থ হবে এবং এই ব্যর্থতা নিয়েই মরবে। তাঁর প্রতি যে তীর চালান হবে সেই তীর দিয়েই ওর ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে। ইন্নি মুহিনুম মান আরাদা ইহানাতাকা- যারা তোমাকে অপমান করবে আমি তাকে অপমান করব। এই প্রতিশ্রুতি বার বার পূর্ণ হয়েছে। আফগানিস্থানের আমীর হাবিবউল্লাহ্ সর্বপ্রথম দু'জন আহমদীকে শরীয়তের দোহাই দিয়ে পাথর মেরে হত্যা করে। এরপর হাবিবউল্লাহ্ আপন ভাতিজার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। আল্লাহ্তা'লা তাঁকে জানালেন-'রিয়াসত কাবুল মে করিব পঁচাছি হাজার আদমী মরেগে (তাযকিরা, ৭০৫ পৃঃ)'। সেই মৃত্যুর ধারা আজো থামেনি। সমগ্র জগৎ এই জ্বলন্ত নিদর্শন অবলোকন করছে। তাঁর উপর অবতীর্ণ আর একটি ঐশী বাণী হল,-'আহ্, নাদির শাহ কাহাঁ গিয়া' কে জানত এই নাদির শাহের আগমন হবে? বাদশাহ আমান উল্লাহ্ হাবিবউল্লাহ্র বংশের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেশ থেকে পলায়ন করবে?

জব কহে কে করুঙ্গা ইয়ে ম্যায় জরুর
টলতি নেহি ও বাত খোদায়ী এহিতো হ্যায়।

আল্লাহ্তালা যখন যা বলেন তা কখনও রদ হয় না। আর এটাই হল আল্লাহ্র অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। উস বেনিশাঁকি চেহরানুমায়ী এহিতো হ্যায়।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর মলিক আমীর মোহাম্মদ খান কালাবাগ মসীহ মাওউদের (আঃ) দু'টি বই, 'এক গলতিকা ইযালা', এবং 'খৃষ্টান সিরাজউদ্দীন ঈসায়ী কি চার সওয়ালো কা জওয়াব', বাজেয়াপ্ত করে। ফলে নিজ পুত্রের হাতে এই ব্যক্তি নিহত হয়। পারশ্য রাজের গভর্নর এসেছিল পারভেজের হুকুমে নবী সম্রাটকে (সাঃ) গ্রেফতার করতে আর ১৪শ' বছর পরে এই গভর্নর বাজেয়াপ্ত করেছিল যামানার মা'মুরের দু'টি গ্রন্থ। ফলে জীবন্ত খোদার তজল্লীতে এই দুই অপরাধীই নিহত হল নিজ নিজ পুত্রের হাতে।

বাদশাহ্ ফয়সল আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং সৌদী আরবে আহমদীদের উপর ফরমান জারী করে হজ্জ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। পরিণামে এই আমীর ফয়সল নিহত হয় আপন ভাতিজার হাতে। আমীর হাবিব উল্লাহ্ আর আমীর ফয়সল দুই জনই নিজ নিজ অপকর্মের জন্য নিজ নিজ ভাতিজার হাতে নিহত হয়। একী আশ্চর্য ঘটনা! একী সাদৃশ্য! কে আছ চক্ষুষ্মান! একবার দেখবে কি? ফাতা'বেরু ইয়া উলিল আবসার?

মসীহে মাওউদকে (আঃ) আল্লাহ্তা'লা জানিয়ে ছিলেন, – (উদ্ধৃতি) "আমাকে কাফের ঘোষণাকারী এক বিশেষ ইলজামে ধরা পড়বে, ছাড়া পাওয়ার কোন পথ থাকবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী সবাই স্মরণ রাখুক ... যা ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে" (তাযকেরাঃ ৩৫৩ পৃঃ)। আমি আমার বাহিনীসহ এমন সময়ে উপস্থিত হব যে, কেউ ভাবতেও পারবে না যে, এমনি ঘটনা ঘটতে পারে। এটি প্রাতঃকালে অথবা রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে সংঘটিত হবে (ঐ ৫৪৫)। (কে যেন বলছে)– 'মৃত্যুদন্ড। চল্লিশ দিন পর মৃত্যুর নির্দেশ। ... জিজ্ঞেস করলাম এই আদেশের বিরুদ্ধে কি আপীল হতে পারে? বলা হল হতে পারে, এমন কি আপীলের পর আপীলও হতে পারে (ঐ ১৮০ পৃঃ)। এথেকে জানা যায়– (১) এক ব্যক্তি কাফের অর্থাৎ অমুসলিম ঘোষণা দেবে (২) ঐ ব্যক্তি এক বিশেষ ইলজামে ধরা পড়বে (৩) সে আর ছাড়া পাবে না

(৪) তার মৃত্যুদন্ড হবে (৫) আপীলের পর আপীল হবে (৬) চল্লিশ দিন পর দন্ডাদেশ কার্যকর হবে (৭) সে যখন ৫২ বছরে পদার্পণ করবে তখন তার ফাঁসি হবে (৮) শেষ রাতে তার দন্ডাদেশ কার্যকর হবে (৯) এমনভাবে এই ঘটনাটি ঘটবে যে কেউ তা ভাবতেও পারবে না। অর্থাৎ বেনজীর ঘটনা ঘটবে। ভুট্টোর বেলায় এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। ভূট্টোর মেয়ের নাম বেনজীর। এই নামটি ছিল তার অতি প্রিয়। তার জীবনে বহু ঘটনাই বেনজীর হয়ে আছে। (১) আহমদী মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে অমুসলিম ঘোষণা করা একটি বেনজীর ঘটনা (২) দলীয় লোকের দ্বারা রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটায় নেতার মৃত্যুদন্ড হওয়া (৩) ২৫ টাকার বিনিময়ে খৃষ্টান তারা মসীহকে দিয়ে বধ করান। (জল্লাদের নামের সঙ্গে মসীহ্ শব্দটি যুক্ত রয়েছে।) (৪) শেষ রাতে ফাঁসি হওয়া (৫) জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান নেতাদের সকল সুপারিশ বাতিল করে দিয়ে নিজের নির্বাচিত মনোনিত ব্যক্তির দ্বারা শাস্তি পাওয়া (৬) জেনারেল জিয়া কর্তৃক বেজন্মা বা ওলাদুল হারাম খেতাব পাওয়া (৭) মৃত্যুর পূর্বে পুঁজ ভক্ষণ করা ইত্যাদি, ইল্লা হামিমাওঁ ওয়া গাচ্ছাকা (নাবা–২৬ আঃ) সেবা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকশিত বই 'অবিচার' এ পুঁজ খাওয়ার বর্ণনা আছে। উল্লেখ্য যে, পাপীকে পুঁজ খাওয়ানো হবে বলে সূরা নাবায় বর্ণিত হয়েছে। কী বেনজীর ঘটনা! কী অপূর্ব নিদর্শন!

খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের প্রধান শামছুদ্দীন কাসেমী লিখেছেন যে, ফয়সলের হস্তক্ষেপের ফলে ভুট্টো কাদিয়ানীদেরকে সেদেশে সংখ্যালঘু অমুসলমান ঘোষণা দিতে বাধ্য হন (কাদিয়ানী ধর্মমতঃ ১৪১ পৃঃ)। কাসেমী সাহেবের কথাটি সত্য তবে তার চেয়েও বেশী সত্য ফয়সল এবং ভুট্টোর অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ। কেউই আল্লাহ্‌র গজব থেকে রক্ষা পায়নি। কসেমী সাহেবরা এই সত্যটি বুঝতে পারেননি। তিনি তার বইয়ে লিখেছেন, হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে তার এ ব্যাপারে আলাপ হয়েছে। তিনি এরশাদকে কাদিয়ানীদের সম্বন্ধে 'অধিক সজাগ' দেখতে পেয়েছেন (১৪৫ পৃঃ)। হাঁ,

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে অধিক সজাগ থাকার কারণেই তিনি আজ কয়েদ খানায় অধিক সময় ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন।

কাদের কি কারোবার নমুদার হোগায়ে
কাফের জো কহতে থে গেরেফতার হো গায়ে।

এরশাদ সরকারের এক ধর্ম মন্ত্রী ইরাকে ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৯ সালে আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার অঙ্গীকার করে দস্তখত দিয়ে আসেন (দৈনিক খবর, ২৯/১১/৯১)। দেশে ফেরার পর পরই এই মন্ত্রী তার ধর্মমন্ত্রীর পদ হারান। অপর দিকে যে ইরাকে বসে তিনি এই দস্তখত করেছিলেন সেই ইরাক আজ জ্বলছে। জীবন্ত খোদার নিদর্শন এর চেয়ে কি হতে পারে?

জেনারেল জিয়াউল হক যখন পাকিস্তানের ডিক্টেটর হয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন তখন সেখানকার বহুল প্রচারিত জং পত্রিকা লিখেছিল, "পাকিস্তানে সর্ব প্রথম জনাব দৌলতানা কাদিয়ানী সমস্যাকে উঠিয়েছিলেন। যার ফল এই হল যে, এর পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতার আসন থেকে বঞ্চিত থেকে গেলেন। এর পর আইউব খান তার ক্ষমতার ডুবন্ত অবস্থায় এই সমস্যার সাহায্য নিতে চাইলেন। তিনি সংবাদ পত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে মির্যাইয়াতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা দিলেন। ঐ সময়কার পশ্চিম পকিস্তানের গভর্নর আমীর মোহাম্মদ খান মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রসিদ্ধ পুস্তককে বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু তিনি সফলকাম হলেন না। অপমানিত হয়ে ক্ষমতা থেকে সরে গেলেন।

অতঃপর ভুট্টো ..... তার ক্ষমতার ডুবন্ত বেলায় টিকে থাকার জন্য ..... মির্যায়ী জামাতের ঘাড়ে আঘাত করলেন। ... ভুট্টোর ধারণা ছিল এই সমস্যা সমাধানের ফলে তিনি পাকিস্তানী জনতার হৃদয় জয় করে ফেলেছেন। .. কিন্তু তার এই স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। এখন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক সাহেব ... মির্যায়ীদেরকে প্রধান পদ থেকে সরিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু অতীতকে সম্মুখে রেখে অন্তর

কেঁপে উঠে। কেননা অতীতে এ বিষয় প্রমাণ হয়ে গেছে যে, যে ব্যক্তিই কাদিয়ানী সমস্যাকে উঠিয়েছে সে ক্ষমতা থেকে হাত ধৌত করেছে (লাহোর সংস্করণ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩)। আজ থেকে দশ বছর পূর্বের এই মুল্যায়ন যে কত সত্য ছিল তা জিয়াউল হক জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। বলা হয়েছে যে, যখনই যে ব্যক্তি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বলেছে, 'আমি কাদিয়ানী নহি' তাকেই ক্ষমতা থেকে হাত ধৌত করতে হয়েছে। জনৈক ব্যারিষ্টার এরশাদ সরকারের মন্ত্রী হলেন। লোকেরা বলল, এই ব্যক্তি কাদিয়ানী। ব্যারিষ্টার সাহেব মন্ত্রীত্ব যাবার ভয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিলেন, 'আমি কাদিয়ানী নহি'। ব্যাস, এই 'কাদিয়ানী নহি' শব্দটি অল্পকালের মধ্যেই 'মন্ত্রী নহি' শব্দে পরিণত হয়ে গেল। সাবধান, আহমদীর সন্তানেরা! দুনিয়ার জন্য কখনও 'কাদিয়ানী নহি' বলবে না।

মসীহে মাওউদ (আঃ) এক রুইয়াতে দেখলেন,–(উদ্ধৃতি), 'আমি যেন মিশরের নীলনদের তীরে দাঁড়িয়ে আছি। ... আর আমি নিজেকে মূসা মনে করছি। পিছনে দেখলাম, ফেরাউন একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে আমাদেরকে ধাওয়া করছে। .. আমার সঙ্গী বনী ইসরাঈল অত্যন্ত ভীত, অনেকেই সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এবং উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলছে, হে মূসা, আমরা ধরা পড়ে গেলাম। তখন আমি উচ্চকণ্ঠে বল্‌লাম, কাল্লা ইন্নামায়ীয়া রাব্বি সা ইয়াহ্‌দীন –অর্থাৎ না, না, এমন হতে পারে না, আমার রব আমার সঙ্গে আছেন, তিনি অবশ্যই আমার জন্য পথ খুলে দেবেন, (তাযকিরা, ৪৫৪ পৃঃ)। এথেকে জানা যায়, ফেরাউন সদৃশ এক ব্যক্তি আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হবে। (১) ফেরাউনের শক্তির উৎস ছিল সামরিক শক্তি (তফসিরে বয়জবী, সুরা ফজর) (২) ফেরাউন কাফের আখ্যা দেয় (শূয়ারা–১৬) (৩) বনী ইসরাঈল তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কোপে পতিত হয় (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব কোষ ২/৯৯ পৃঃ) (৪) সে ধর্ম বিষয়ে নেতাদের পরামর্শ নিত (আরাফ ১২৬) (৫) বিশ্বাসীদেরকে জেল দেবার হুমকি দেয় (শূয়ারা, ২৭ আয়াত) (৬) ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে ভাল কাজ ও পদ থেকে বঞ্চিত করে (দায়রায়েমারেফ, ৪৭৪ পৃঃ) (৭) ঐ সময়

মুসলমানরা মসজিদ বলতে পারত না, 'বয়ত' বলতে হোত (ইউনুস, ৮৬) (৮) ফেরাউন জামাতে নামায পড়া বন্ধ করে দেয় (মৌদুদীকৃত তফহিমুল কোরআন ঃ ৫/১৪৫ পৃঃ) (৯) মূসার উপর হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল (১০) তখন মুসলমানরা প্রার্থনা করতেন, ওয়া তাওয়াফ্ফানা মিনাল মুসলেমীন অর্থাৎ 'নট মুসলিম' নয় মুসলিমরূপে মৃত্যু দাও (আরাফ, ১২৫) (১১) ঐ অত্যাচারের রাজত্ব দশ বৎসর চালু ছিল (Century Ency. of Names, ২/২৭২০) (১২) ফেরাউন তার সকল সঙ্গীসহ মৃত্যুবরণ করে (ইউনুস, ৮৭) (১৩) যে পথে ও বাহনে মূসা দেশ ত্যাগ করেন সেইরূপ পথে ও বাহনে ফেরাউন মৃত্যু বরণ করে (১৪) মুহররম মাসের এক শুভ বুধবারে ফেরাউন মৃত্যুবরণ করে ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, ফেরাউন শব্দের অর্থ সূর্য দেবতার প্রদীপ (তর্জুমানুল কোরআন, মৌলানা আযাদ কৃত, ২/৪৬০ পৃঃ ও উর্দূ বিশ্বকোষ)। জিয়াউল হক অর্থও সত্য স্রষ্টার প্রদীপ। কোরআন শরীফে সূর্যকেও জিয়া বা প্রদীপ বলা হয়েছে–(সূরা ইউনুস)।

মসীহে মাওউদের (আঃ) প্রতিনিধি যুগের মসীলে মূসার যুগে–সামরিক শাসক আহমদীদেরকে কাফের আখ্যা দিয়ে আহমদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি রুদ্ধ করতে চায়। মোল্লা মৌলবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আইন করে আহমদীদেরকে জেল দেয়। আহমদীদেরকে ভাল ভাল চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে। মসজিদ শব্দটি ব্যবহার না করতে আইন করে। ফলে আহমদীরা মসজিদ স্থলে 'বয়ত' বলতে বাধ্য হয় (আসলে বয়ত এবং মসজিদ একই। যেমন মসজিদুল হারামই বয়তুল হারাম বা বয়তুল্লাহ)। আহমদীদেরকে জামাতে নামায পড়তে বাঁধা দেয়। খলীফাতুল মসীহ রাবে'র বিরুদ্ধে আসলাম কোরেশী হত্যার অভিযোগ আনা হয়। পাকিস্তানের আহমদীদের দিবারাত্র প্রার্থনা –হে আল্লাহ, এই 'নট মুসলিম' আইনকে বতিল কর এবং আমাদেরকে 'নট মুসলিম' নয় মুসলিমরূপে মৃত্যু দাও। মসীলে ফেরাউন জেনারেল জিয়ার রাজত্ব কম বেশী দশ বৎসর কায়েম ছিল। মসীলে মূসা খলীফাতুল মসীহ আকাশ পথে দেশ ত্যাগ করেন। মসীলে ফেরাউনও আকাশ পথে ভবলীলা সাঙ্গ

করে। জিয়াউল হক মোহররম মাসের এক শুভ বুধবারে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে।

খোদাকি পাক লুগো কো খোদাসে নুসরত আতি হ্যায়
যব আতি হ্যায় তো ফের আলম কো এক আলম দিখাতি হ্যায়।
ও বনতি হ্যায় হাওয়া আওর হর খছেরাহ কো উড়াতি হ্যায়।
ও হো জাতি হ্যায় আগ আওর হর মোখালেফ কো জ্বালাতি হ্যায়।
কভি ও খাক হো কর দুশমনো কি ছরপে পড়তি হ্যায়,
কভি হো কর ও পানি উনপে এক তুফান লাতি হ্যায়।

আল্লাহতা'লা মসীলে ফেরাউনকে জ্বালিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। মাটি তাকে কবুল করল না।

দৈনিক সংবাদ লিখেছে, "জিয়াউল হক শেষ নবীর পরে নবুওত দাবী করেন নি। কিন্তু তিনি পাকিস্তানে যা করেছেন তা ফেরাউনের কার্যাবলীই স্মরণ করিয়ে দেয় না কি? (৩১/১২/৮৪)। দেখুন, জিয়াউল হক যে এ যুগের ফেরাউন তা শুধু আমরা নই অন্যেরাও বলছে। খান আব্দুল ওয়ালী খান এক বিশাল জনসভায় বলেন, ".....বর্তমান যুগের ফেরাউনদের জিয়াউল হকের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, (দৈনিক মিল্লাত, লণ্ডন, সাপ্তাহিক আল নসর ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)। এখানে খান ওয়ালী খান বলেছেন, "বর্তমান যুগের ফেরাউনদের জিয়াউল হকের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।" কেউ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? আফসোস! ইতিহাসের শিক্ষা হল, কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তবে ইতিহাস সবসময়ই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে থাকে।

আজো যদি কেউ ঐশী জামাতের উপর শাসন ক্ষমতা বলে শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে তার পরিণামও পূর্ববর্তী ফেরাউনদের মতই হবে। সম্প্রতি আহমদী জমাতের খলীফা তাঁর এক খুতবায় বলেছেন, "নিকট ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, যারাই আহমদীয়া জমাতের সঙ্গে এরূপ দুর্ব্যবহার করেছে, তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছে।

.....খোদাতা'লা স্বয়ং এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীদের জন্য এক শিক্ষনীয় উপদেশ, এক দৃষ্টান্তমূলক বাণী উপস্থাপন করা হয়েছে যে, যদি তোমরা আহমদীদের সাথে এরূপ অন্যায় আচরণ কর তাহলে তোমাদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার করা হবে (১৮/১২/৯২)। মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহাম হল, আওরত কি চাল (তাযকিরা ঃ ৫৭৯, ৬০৫)। আল্লাহ্‌তা'লা এই চাল থেকে রক্ষা করুন। বাংলাদেশে পাকিস্তানী ষ্টাইলে আহমদী মুসলিমদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার জন্য মোল্লা মৌলবীরা চীৎকার করছেন। তারা লং মার্চ করে বাবরী মসজিদে যেতে না পেরে ঢাকায় এসে ঘোষণা দিয়েছেন, "কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন" (সংগ্রাম ১৩/১/৯৩)। ওরা বাবরী মসজিদ নির্মাণ করতে না পেরে যশোহরে একটা নূতন 'বাবরী মসজিদ' নির্মাণ শুরু করেছেন (সংগ্রাম ২৫/১/৯৩)।

মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহু। ওরাও এক পরিকল্পনা নিয়েছে আর আল্লাহ্‌তা'লাও এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হল-সমগ্র বিশ্বে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই আমরাও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এক বিশেষ লং মার্চের আয়োজন করেছি। আমাদের লং মার্চ অযোদ্ধা তক নয়। আমাদের লং মার্চ সমগ্র জগৎকে যুদ্ধ মুক্ত করে 'অযোদ্ধা পৃথিবী' অর্থাৎ যুদ্ধমুক্ত পৃথিবীতে পরিণত করা। মহানবী বিশ্বনবীকে (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, "তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদে পরিণত করা হল।" হাদীসে আছে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দল সমগ্র জগতের বিভিন্ন শহরে মসজিদ নির্মাণ করবে (নজমুস সাকেব)। তাই আমরা শুধু বাবরী মসজিদই আবাদ করব না। বরং সমগ্র বিশ্বে তৈরী করব অগণিত মসিজদ। যে মাসে ঢাকায় আমাদের মসজিদে আগুন দেওয়া হয় সেই মাসে আমেরিকা মহাদেশে সর্ববৃহৎ মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। উপগ্রহের মাধ্যমে পাঁচটি মহাদেশে এই দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। আমি লং মার্চ করে সেখানে গিয়েছিলাম। আমার এই লং মার্চ-ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর-জার্মানী-কানাডা-নিউইয়র্ক-

ওয়াশিংটন-ক্যালিফর্ণিয়া-মেকসিকো-জাপান-ভারত-ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমাদের এই লং মার্চ চলবেই চলবে। লং মার্চওলারা বলেছেন, 'মসজিদে মসজিদে কালো পতাকা উড়ান হবে। কারণ- কালো পতাকা হল ইমাম মাহদীর পতাকা, (ইত্তেফাক, ১৩/১/৯৩)। আমরা মৌলবী সাহেবদের এই প্রোগ্রামকে স্বাগত জানাই। ইমাম মাহদীর (আঃ) যুগে ইমাম মাহদীর (আঃ) পতাকাই তো উড়বে। এর দ্বারা জানা গেল ইসলামের পতাকার রং হবে কালো। চাঁদ তারা, সবুজ আর কলেমা বা তরবারি খচিত পতাকা ইসলামী পতাকা নয়। তাই কালো পতাকা যেখানে আমরা আছি সেখানে। সকল মুসলমানের উচিত এই কালো পতাকার তলে সমবেত হওয়া।

বাবরী মসজিদে উগ্র হিন্দুরা মূর্তি স্থাপন করে পূজা করছে। এক কালে কাবা শরীফেও মুশরেকরা মূর্তি স্থাপন করে পূজা করত। এই মূর্তি সরিয়ে মসজিদে এক খোদার নাম নিতে হলে যুদ্ধ নয় আদর্শ দ্বারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যখন একজনও মুশরেক থাকবে না, তখনই দূরীভূত হবে মূর্তি, আবাদ হবে খোদার ঘর মসজিদ। আমরা মক্কা বিজয়ের পদ্ধতিতে বাবরী মসজিদসহ দুনিয়ার সব মসজিদকে আবাদ করব, ইনশাল্লাহ্। মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর ভাষায়-

আবাদ করেঙ্গে হাম দুনিয়াকে ইয়ে বিরানে।
ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ঃ ৬-৩০ মিঃ

মুসলিম টি, ভি আহমদীয়া দেখুন। লণ্ডন মসজিদ থেকে

খলীফাতুল মসীহ রাবে'র (আইঃ) -এর খুতবা

উপগ্রহের মাধ্যমে পাঁচটি মাহাদেশে প্রচারিত হয়।

P.৪

পৃঃ ৮

আহ্মদীয়া জামাতের প্রত্যক্ষ বিরোধীদেরই
আল্লাহ্ বিফল করেছেন এবং অনেককে
ধ্বংস করেছেন - ফজলী দৈনিক পত্র
১৩ ডিসেম্বর - ১৯৮৩ ; পৃঃ [ ] ১১-১২

JIBANTA KHUDAR JALANTA NIDARSHAN

By : Alhaj Ahmad Taufiq Chowdhury
Published by : Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211